১১

আবাসনের অধিকার

হামিদা হোসেন

আবাসনের অধিকার সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, বস্তি ধ্বংস, জোরপূর্বক বস্তি উচ্ছেদ, উচ্ছেদকৃতদের জন্য বিকল্প পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত ২০০৮ সালের মূল ঘটনাগুলো এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্রুত নগরায়ন এবং পরিকল্পনার অভাব আবাসনের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যাপক সঙ্কট তৈরি করছে। চরম বৈষম্যমূলকভাবে বাংলাদেশে ভূমির মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার বণ্টিত হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে, যেখানে নিম্ন আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগ (সংখ্যায় যা প্রায় এক কোটি ২৬ লাখ ২৩ হাজার) মানুষ (২০05 সালের হিসাব অনুসারে) বস্তিতে বাস করে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস্‌সহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনগুলো ঢাকার জন্য প্রণীত 'বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা'র [ডিটেলড্ এরিয়া প্ল্যান] কঠোর সমালোচনা করে। তাদের মতে, 'ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা'য় [ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান] ভূমি ব্যবহারের যে মৌলিক নীতিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল এই পরিকল্পনা সেসব নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

নিম্ন আয়ের লোকেরা সাধারণত সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অব্যবহৃত জমিতে ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করছে।[১] এসব

১ শুধু ঢাকা শহরেরই এক হাজার ২৬৫ একর সরকারি জমি বাংলাদেশ রেলওয়ে, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড, ঢাকা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ রাইফেলস্‌সহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বিভাগও প্রচুর পরিমাণে জমি দখল করে আছে। দেখুন : 'রোল অব স্টেট এজেন্সিস ইন ট্রান্সফরমেশন অব পাবলিক ল্যান্ডস ইন ঢাকা সিটি', মিমিও ২০০৮।

প্রতিষ্ঠান যখন তাদের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে বাণিজ্যিক ভবন, কার্যালয়, উচ্চ বা মধ্য স্তরের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বাসভবন ইত্যাদি নির্মাণের কাজ হাতে নেয়, তখনই ঝুপড়ির বাসিন্দারা উচ্ছেদের শিকার হয়। উচ্ছেদের পূর্বে বিকল্প পুনর্বাসনের জন্য আদালতের যে নির্দেশনা আছে তা এক্ষেত্রে মানা হয় না।

বিচারিক উন্নয়ন

ঢাকার মহাখালীতে সরকারি জমি থেকে তালতলা বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ

১৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট তালতলা বস্তির জমি ব্যবহার ও দখলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং তালতলা বস্তিতে বসবাসকারী তিনজন বস্তিবাসীর দায়ের করা রিট আবেদনের শুনানি শেষে আদালত এরূপ আদেশ দেন।[২] আদালতের নির্দেশের সত্যায়িত অনুলিপি হাতে পাওয়ার আগেই ঢাকা সিটি করপোরেশন এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগ বলপূর্বক বস্তিবাসীদের বস্তি ছাড়তে বাধ্য করে (দেখুন নিম্নের উচ্ছেদ অংশে)।

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ঝিলপাড় বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ

ব্লাস্ট কর্তৃক দায়েরকৃত একটি রিট মামলার প্রেক্ষিতে ৭ এপ্রিল হাইকোর্ট বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে ঢাকার মিরপুরে শাহ আলীবাগ থানার অধীনে অবস্থিত ঝিলপাড় বস্তি উচ্ছেদ না করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। উচ্ছেদ আদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে হাইকোর্ট সরকারের প্রতি রুলও জারি করে।[৩] রিট আবেদনে বলা হয়, সরকার ৩ এপ্রিল একটি নোটিশ প্রদান করে ৭ এপ্রিল বস্তি উচ্ছেদ করা হবে বলে ঘোষণা দেয়, যার ফলে ১৯৮০ সাল থেকে বস্তিতে বসবাসকারী দুই হাজর বস্তিবাসী গৃহহীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।[৪]

পূর্বাচলে ভূমি অধিগ্রহণ আপিল খারিজ করে দিয়েছে

---

২ রিট মামলা নং ১১৬৭/২০০৮।

৩ 'এইচ সি আস্কস্ গভ. নট টু ইভিক্ট ঝিলপাড় স্লাম ডুয়েলারস' *নিউ এজ*, ৮ এপ্রিল ২০০৮। আরো দেখুন : 'পল্লবী ঝিলপাড় বস্তি উচ্ছেদ না করতে হাইকোর্টের নির্দেশ', *প্রথম আলো* এবং 'মিরপুরের ঝিলপাড় বস্তি উচ্ছেদ বন্ধে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা', *ইত্তেফাক*, ৮ এপ্রিল ২০০৮।

৪ ব্লাস্ট ও অন্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য মামলায় বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি ফরিদ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এই রায় দেন। রিট মামলা নং ২৭৬০/ ২০০৮।

গৃহায়ন পরিকল্পনার অধীনে রাজউক কর্তৃক পূর্বাচলে ভূমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন মামলা অবশেষে আপিল বিভাগ খারিজ করে দিয়েছে এই অধিগ্রহণের ফলে ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনার বিধান লঙ্ঘিত হতো। পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, ২০১৫ সালের পূর্বে উল্লিখিত অঞ্চলে কোনোরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। তাছাড়া এরূপ অধিগ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের প্রচুর ফলবাগান এবং পরিবেশ বৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।[৫]

ঢাকার সাততলা বস্তি সংক্রান্ত আদালতের রায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পালিত
সাততলা বস্তিতে বসবাসকারীদের পক্ষে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক দায়েরকৃত জনস্বার্থ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ না করার জন্য হাইকোর্ট ১৯ এপ্রিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১১ নভেম্বর জারি করা একটি পরিপত্র থেকে জানা যায়, তারা হাইকোর্টের এই আদেশ পালন করবে।[৬]

ঢাকার করাইল বস্তি সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ
ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত করাইল বস্তি উচ্ছেদে সরকার কর্তৃক বস্তি বাসীদের প্রতি জারিকৃত নোটিশ কেন বে-আইনি ঘোষণা করা হবে না মর্মে হাইকোর্ট ১৭ ডিসেম্বর সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। সেই সাথে ৫ জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত কোনোরূপ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা না করার জন্য স্থগিতাদেশও দেন হাইকোর্ট। সরকারের গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত উক্ত নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট, কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর এবং তিনজন বস্তিবাসী রিট মামলাটি দায়ের করে।[৭]

আবাসনের অধিকার লঙ্ঘন
বস্তিবাসীদের ব্যবহৃত সরকারি জমিগুলো নতুনভাবে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া অথবা জোরপূর্বক অধিগ্রহণের ফলে শহুরে দরিদ্রদের আবাসনের অনিশ্চয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে আগুন লাগিয়ে বস্তি পুড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত

---

৫ সিভিল আপিল নং ৮৩ ও ৮৪/ ২০০৬।

৬ সূত্র এসএপিসিওএম/আইন শাখা/মামলা-৮/২০০৮/৬৯, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এই স্মারকের অনুলিপি পায়।

৭ রিট মামলা নং ৯৭৬৩/২০০৮। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী রুলটি জারি করেন।

মোট ২৩টি আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনে এমনকি সম্পাদকীয়তেও এসব আগুন লাগার কারণ তদন্ত করতে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়।[৮]

বস্তিবিন্যাস এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদ

সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমিতে অবস্থিত মহাখালীর একটি বস্তি উচ্ছেদের চেষ্টা চালানো হলে ৬ ফেব্রুয়ারি তা বস্তিবাসীদের ব্যাপক প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। সুত্রমতে, পুলিশ এসময় বস্তিবাসীদের লাঠিপেটা করে এবং কিছু বস্তিবাসী আহত হয়। ভাড়া করা ঝুপড়ি ঘরে বসবাসকারী প্রায় ২০০ থেকে ৪০০ পরিবারকে জোরপূর্বক বস্তি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।[৯]

ঢাকা শহরের পল্লবী থানার অধীনে দুয়ারিপাড়ায় ২৪ একর এলাকার ওপর অবস্থিত এক হাজার পাকা ও আধাপাকা স্থাপনা ১৪ ফেব্রুয়ারি অপসারণ করে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।[১০] সেটি করা হয় আদালতের একটি আদেশ অনুসারে। ১৯৯৪ সালে লটারির মাধ্যমে জমি বরাদ্দ পাওয়া চারশ' চুয়াত্তর জন ব্যক্তি তাদের জমি বুঝে পাওয়ার জন্য মামলা দায়ের করলে আদালত এরূপ আদেশ দেন। হাজার হাজার মানুষ যারা ভাড়া দিয়ে এই জমিতে বসবাস করছিল, ৪৮ ঘণ্টার নোটিশে তাদের উচ্ছেদ করা হয়।

একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ২৩ মার্চ ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২.১৪ একর জমি থেকে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে।[১১] এখানে প্রায় নয়শ' পরিবার বসবাস করছিল। বেগুনবাড়ী বস্তি থেকেও প্রায় ছয়শ' ঝুপড়ি ঘর উচ্ছেদ করা হয়। কোনো নোটিশ ছাড়াই এরূপ উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে বস্তিবাসীরা প্রতিবাদও করে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। উচ্ছেদের ফলে বস্তিবাসীরা গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য হলো, বস্তিবাসীদের নোটিশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা নোটিশ অগ্রাহ্য করে বস্তিতে অবস্থান করে।

ঢাকার বাইরেও এরূপ কিছু উচ্ছেদের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। নারায়ণগঞ্জে উর্দুভাষী আটকেপড়া পাকিস্তানিদের উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী মেট্রো হল এলাকায় কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের জমিতে আটকেপড়া পাকিস্তানিরা বসবাস

---

৮ 'ফ্রিকোয়েন্সি অব স্লাম ফায়ারস রেইজ কোশ্চান', *নিউ এজ*, ১৩ এপ্রিল ২০০৮।
৯ 'আরএইচডি ইভিক্ট ডুয়েলারস ফ্রম মহাখালী' , *নিউ এজ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
১০ মীর আসফাকুজ্জামান, 'ডিনাইড এগেইন এন্ড এগেইন', *নিউ এজ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
১১ 'অবশেষে পরিবাগে বস্তি উচ্ছেদ', *জনকণ্ঠ*, ২৪ মার্চ ২০০৮।

করছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে। তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার কারণ জমিটি একটি গুদাম নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে।[১২] রংপুরেও অনুরূপ একটি ঘটনায় পূর্ব নোটিশ ছাড়া স্থানীয় কানুনগো এবং দু'জন সার্ভেয়ারের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জনের একটি পুলিশ দল উচ্ছেদ করে দক্ষিণ মোলাটোল এলাকার ১৪টি পরিবারকে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটি জমিতে তারা প্রায় ৪০ বছর যাবৎ বসবাস করে আসছিল।[১৩] কানুনগো দাবি করেন, তারা আদালতের আদেশেই এই উচ্ছেদ পরিচালনা করেছে। কিন্তু বস্তিবাসীদের সেই আদেশ দেখাতে তিনি অস্বীকার করেন। পত্রিকার সংবাদে দাবি করা হয়, উক্ত সরকারি কর্মকর্তা বস্তিবাসী নারী-পুরুষদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে।

অগ্নিসংযোগ

সংবাদমাধ্যমগুলোতে এ বছর ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে আগুন লাগার বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব আগুন লাগার ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত না হওয়ার প্রেক্ষিতে এই সন্দেহের জন্ম হয়েছে যে, এগুলো কোনো দুর্ঘটনা নয় বরং পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগ।

অগ্নিসংযোগের পর নিমতলা বস্তি

১২ 'নারায়ণগঞ্জে আটকেপড়া পাকিস্তানিদের উচ্ছেদ করার অভিযান' *ইনকিলাব*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৩ *ইনকিলাব*, ১৭ জুন ২০০৮।

১১ জানুয়ারি সন্ধা ৬-৭টার দিকে ঢাকার নিমতলী বস্তিতে আগুন লাগে এবং প্রায় এক হাজার ৬৮০টি ঝুপড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। [১৪] নারী ও শিশুসহ মোট ৩০ জন এই ঘটনায় আহত হয় এবং অনেকে নিখোঁজও হয়। ঘটনার ফলে প্রায় আট হাজার মানুষকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে হয়। এই বস্তির বেশিরভাগ মানুষই গার্মেন্টস কর্মী, রিকশাচালক বা দিনমজুর। গ্যাসের চুলা থেকে আগুন লাগতে পারে বলে ঢাকার অতিরিক্ত উপ-কমিশনার জানালেও, বস্তিবাসীদের কেউ কেউ দাবি করেছে, বস্তিতে কোনো ঘরের মধ্যেই গ্যাসের চুলা নেই।

ঢাকার সূত্রাপুরের রেলওয়ে বস্তিতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে ২ ফেব্রুয়ারি।[১৫] যদিও এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি কিন্তু পঁ-াচশ' পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত টিক্কাপাড়া বস্তিতে আগুন লেগে ২৫ জন আহত হয়।[১৬] আগুন নির্বাপক বাহিনীর ১৬টি দল আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নেভায়।

২২ অক্টোবর বিকেল পাঁচটার দিকে ঢাকার মিরপুর মাজার রোডের দিয়াবাড়ী বস্তিতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে প্রায় ৪০০ ঝুপড়ি ঘর পুড়ে যায়।

টিক্কাপাড়া বস্তিতে চলমান গৃহায়ন প্রকল্প

---

১৪ 'রায়েরবাজার বালুর মাঠ নিমতলী বস্তিতে ভয়াবহ আগুন', *সমকাল*, ১২ জানুয়ারি ২০০৮; 'নিমতলী বস্তির দেড় হাজার পরিবার খোলা আকাশের নিচে', *যুগান্তর*, ১৩ জানুয়ারি ২০০৮; '১০,০০০ লিভিং আন্ডার ওপেন স্কাই', *দি ডেইলি স্টার*, ১৩ জানুয়ারি ২০০৮।

১৫ 'সূত্রাপুর বস্তিতে আগুন, ২০০ ঘর পুড়ে ছাই' *সমকাল*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮; '৩০০ সানটিস, অফিস ইকুপমেন্ট বার্নট ইন সিটি ফায়ারস', *নিউ এজ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

১৬ 'মোহাম্মদপুর টিক্কাপাড়া বস্তির আট শতাধিক ঘর ভস্মীভূত', *ইত্তেফাক*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুসন্ধানী দল ডিসেম্বর মাসে একটি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পায়, এসব বস্তিতে আগুন লাগার পর প্রায় সবাই উচ্ছেদ হয়ে গেছে, শুধু কিছু পরিবার এখনো সেখানে বসবাস করছে। নিমতলী বস্তি র প্রায় পাঁচশ' পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫০-৬০টি পরিবারকে সেখানে দেখা যায়। এই বস্তির নিচু এলাকাগুলোতে মাটি ভরাটের কাজ চলছে এবং উঁচু অংশে ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করে দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদপুর বাসবাড়ী বস্তিতেও অনুরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সেখানে গৃহনির্মাণ কাজ চলছে এবং আগুন লাগার পূর্বে এই বস্তিতে দুই হাজার ঝুপড়ি ঘর ছিল; কিন্তু অনুসন্ধানের সময় মাত্র দেড়শ' ঘর পরিলক্ষিত হয়। আবার মোহাম্মদপুরের টিক্কাপাড়া বস্তিতে একটি সাইনবোর্ড দেখা যায়, যেখানে লেখা ছিল, 'জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি, প্রবেশ নিষেধ।' অথচ আগুন লাগার পূর্বে এখানে প্রায় তিন হাজার পরিবার বাস করত।

বিকল্প আবাসন পরিকল্পনা

শুরুতে কিছুটা অগ্রগতি সত্ত্বেও বছরজুড়ে বস্তিবাসীদের বিকল্প আবাসন পরিকল্পনা সরকার বা এনজিওদের মধ্যে অগ্রাধিকার পায়নি। দেরিতে হলেও এ বছর একটি উল্লেখযাগ্য পদক্ষেপ নেয় সরকারের গণপূর্ত বিভাগ। ২০০৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে নতুনভাবে উচ্ছেদকৃত প্রায় ৬০ হাজার বস্তিবাসীর জন্য বিকল্প আবাসান ব্যবস্থার একটি নকশা প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগ 'নগর উন্নয়ন কমিটি'কে দায়িত্ব দেয়। নগর উন্নয়ন কমিটি ঢাকার মিরপুরে এই উদ্দেশ্যে ৩.৪৭ একর জমি খুঁজে বের করলে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তা বস্তিবাসীদের বিকল্প আবাসন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি সংস্থা 'কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর (কাপ)'[১৭]-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই পরিকল্পনায় বলা হয়, নগর উন্নয়ন কমিটির স্থপতিরা ২৪০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের[১৮] নকশা প্রণয়ন করবে এবং 'কাপ' সেসব অ্যাপার্টমেন্ট মাসিক কিস্তি তে ৩১০টি বস্তিবাসী পরিবারকে বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করবে। যা হোক, ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত জমির চূড়ান্ত হস্তান্তর সম্পন্ন হয়নি এবং পরিকল্পনা কমিশনের মূল্যায়ন

১৭ ৫৫টি বেসরকারি সংস্থার একটি সমন্বিত রূপ হলো কাপ।

১৮ তিনটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি পায়খানা সংবলিত প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে দুটি পরিবার ভাগাভাগি করে বাস করবে।

কমিটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, এই পরিকল্পনা ১৯৯৩ সালের গৃহায়ন নীতির অধীনে অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার নীতিকে সমর্থন করে কিনা।[১৯]

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নগর উন্নয়ন কমিটি ১৭ বছর সময়সীমার একটি গৃহায়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব করে।[২০] এই পরিকল্পনার আওতায় ২০ লাখ আবাসিক গৃহনির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে আট লাখ ২০ হাজার গৃহ হবে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য এবং এক লাখ দশ হাজার হবে মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য। পরিকল্পনার প্রথম ভাগে, ঢাকার মিরপুরে সরকারি জমিতে এক লাখ নয় হাজার ২০০ কোয়ার্টার এবং ঢাকা শহরের অন্যান্য নতুন আবাসিক এলাকায় তিন লাখ দশ হাজার ৮০০ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে এবং এগুলো বস্তিবাসীদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হবে।[২১]

বিভিন্ন বস্তিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে এ রকম মাত্র তিনটি এনজিও তাদের কর্ম এলাকার বস্তিবাসীদের জন্য স্থায়ী আবাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, তাদের সদস্য এমন বস্তিবাসীদের চাঁদা সংগ্রহ করে জমি কেনা হবে এবং অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করে সদস্যদের মধ্যে ভাড়া অথবা বিক্রি করা হবে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে অ্যাসোসিয়েশন ফর রিয়ালাইজেশন অব বেসিক নিড (আরবান) কর্তৃক ঢাকার মিরপুরে ছয়তলা একটি ভবন নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে ৪০টি পরিবারের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি 'শক্তি'ও এরূপ একটি উদ্যোগ নেয়। তারা তাদের সদস্যদের চাঁদার টাকায় আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে লালবাগ থানার অধীনে বেড়িবাঁধ হাজারীবাগ এলাকায় ৪০ কাঠা জমি কিনেছে। এখানে তারা ৩০০-৩৫০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট সংবলিত একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। অন্যদিকে শহুরে দরিদ্রদের জন্য 'প্রশিকা'র আবাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা ২০০ থেকে ৩২৫ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টবিশিষ্ট ছয়তলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এসব অ্যাপার্টমেন্ট ১০-১৫ বছরের মাসিক কিস্তি তে তাদের বস্তিবাসী সদস্যদের কাছে বিক্রি করা হবে। 'প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র' নামে মিরপুর আশুলিয়া বেড়িবাঁধের ধারে এ উদ্দেশ্যে ৭৪.৭৫

---

১৯ বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, স্থাপত্য পরিকল্পনা, পানি ও গৃহায়ন শাখা, পিইসি মিনিং মিনিটস, তারিখ ১৮ জুলাই ২০০৮।

২০ 'প্রোপজাল টু স্টার্ট প্রোজেক্টস টু মিট সিটি হাউজিং নিড', *দি ডেইলি স্টার*, ২০ জুন ২০০৮।

২১ এস ইসলাম এবং এস সাফি, 'এ প্রোপজাল ফর এ হাইজিং ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন ঢাকা সিটি', ঢাকা, সিইউএস, ২০০৮।

শতাংশ জমি কেনা হয়েছে এবং ভবন বানানোর জন্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিও করা হয়েছে।[২২]

সরকারি সংস্থাগুলো যুক্তি প্রদর্শন করছে যে, সব বস্তিবাসীর আবাসন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, কারণ ভবন নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই। কিন্তু অন্যদিকে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বিলাসবহুল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, আবার আদালতের নির্দেশনা অনুসারে বস্তিবাসীদের জন্য বিকল্প আবাসন পরিকল্পনা রূপান্তরিত হয়েছে মধ্য ও উচ্চ আয়ের লোকদের জন্য আবাসন পরিকল্পনায়।

ঢাকার ভাসানটেকে নর্থ সাউথ প্রপারটিস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড সাড়ে সাতশ' একর জায়গার ওপর ১৫ হাজার উচ্চমূলের অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সরকার এসব অ্যাপার্টমেন্টের কিছু অংশ ১৯৯৭ সালে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদকৃত বস্তিবাসীদের বরাদ্দ দেয়। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জানায়, বস্তিবাসীদের জন্য নির্মিত অ্যাপার্টমেন্ট পেতে হলে বস্তি বাসীদের ৬০ হাজার টাকা জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে এবং সম্পূর্ণ মূল্য আড়াই লাখ টাকা পরিশোধ করার পরই তাদের অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তর করা হবে।[২৩] নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান দাবি করেন, বস্তিবাসীদের পক্ষে এসব অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব হবে না, কারণ তাদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সু-বিধা নেই।[২৪]

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (একনেক) ২৫ নভেম্বর একটি যৌথ পকিল্পনা অনুমোদন করে, যেখানে ৩৩২.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা শহরে ১৭তলা বিশিষ্ট ৩৮টি ভবন নির্মাণ করা হবে। এসব ভবনে মোট চার হাজার ২৫৬টি অ্যাপার্টমেন্ট থাকবে। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরকে যৌথভাবে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। এক হাজার সাতশ' অ্যাপার্টমেন্ট উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ভর্তুকি মূল্যে বরাদ্দ দেয়া হবে এবং বাকিগুলো বাজারমূল্যে ব্যক্তিগত ক্রেতাদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হবে। পক্ষান্তরে সরকার দাবি করছে যে, জমি সঙ্কটের কারণে বস্তিবাসীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সরকার মহাখালীর করাইল মৌজায় ৪২.৩৮ একর এবং মিরপুরে ৭.১৮ একর জমি

---

২২ আরবান, শক্তি এবং প্রশিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[২৩] 'ফ্ল্যাট কিনতে বস্তিবাসীদের সহজ শর্তে ঋণ দেবে এনএসডিপিএল', *সংবাদ*, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

[২৪] 'বস্তিবাসীদের ১০০০ ফ্ল্যাট বিত্তশালীদের দখলে', *সমকাল*, ২২ জুন ২০০৮।

বস্তিবাসীদের আবাসন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ দেয়ার আশা করছে।[২৫] বস্তি বাসীদের এই আবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে এক লাখ বিশ হাজার বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করতে হবে।

অনুবাদ : এটিএম মোরশেদ আলম

[২৫] *দি ডেইলি স্টার*, ৬ নভেম্বর ২০০৮ এবং ২৫ নভেম্বর ২০০৮।